আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ৫ই ডিসেম্বর ২০০২

গত কয়েক বছরে স্বেচ্ছাসেবা একটি ব্যাপক কার্যকরী একতা সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার চর্চা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। স্বেচ্ছাসেবা মানুষকে সমাজের অপরাপর মানুষের জীবনে, বিশেষত প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের মতো নাজুক ও প্রান্তসীমায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের জীবনে অনুকূল ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা বছর (২০০১) উদযাপনের ফলশ্রুতিতে স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি একে অপরের উদ্যোগ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা ও সেই উদ্যোগে সহায়তা করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করছে।

এই আন্তর্জাতিক বছরটি স্বেচ্ছাসেবার বৈশ্বিক চিত্র তুলে ধরতে সফল হয়েছে। অসংখ্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক কমিটির সমন্বয়ে ১২০টির বেশী জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। অফিশিয়াল ওয়েব সাইটে নয় মিলিয়নের মতো এই সংক্রান্ত তথ্য এসেছে। স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান পরিমাপ করা, স্বেচ্ছাসেবার জন্যে আইনী কাঠামো গঠন করা, স্বেচ্ছাসেবাকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করা এবং সরকার, জাতিসংঘ ব্যবস্থা, নাগরিক সমাজ, ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত, প্রচার মাধ্যম ও এই ধরণের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে অধিকতর কার্যকর অংশীদারীত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি বিশ্ব সম্প্রদায় এই বিষয়টি নিশ্চিত করবে যে, আন্তর্জাতিক বছর উদযাপনের ফলশ্রুতিতে বিশ্বে বিভিন্ন সমাজ হতে অধিক হারে নাগরিকগণ স্বেচ্ছাসেবার ব্যাপারে আগ্রহী ও সেবা প্রদানে সমর্থ হবে, যাতে তা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনার পাশাপাশি প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে একটি প্রকৃত সার্থকতাবোধ জাগ্রত করে। আমরা যদি সহস্রাব্দ ঘোষণায় নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে চাই, তবে আমাদের এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা দিবসে আমি প্রত্যেককে মানব অগ্রগতি ও কল্যাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে একসাথে কাজ করার আহবান জানাই।

** *** **